वैदिकवाङ्मयस्य विविधायामः

Vaidikavāṅmayasya Vividhāyāmaḥ

Editor :

Dr. Ajay Kumar Mishra

Associate Professor & Head, Department of Sanskrit
Sidho-Kanho- Birsha University
Purulia, West Bengal

Co-*Editors:*

Dr. Sudip Chakravortti

Mr. Pratap Chandra Roy

Assistant Professor, Department of Sanskrit
Sidho-Kanho- Birsha University
Purulia, West Bengal

Publisher:

The Banaras Mercantile Co

Publishers-Booksellers
125, Mahatma Gandhi Road
Kolkata-700007

Scanned with OKEN Scanner

ISBN- 978-81-86359-71-0

Edition : 2017

© Publisher

Price : 995/-

Publisher:
The Banaras Mercantile Co.
Publishers-Booksellers
125, Mahatma Gandhi Road
Kolkata-700007

Scanned with OKEN Scanner

অদ্বৈতবেদান্তে নীতিবোধ

নমিতা সাহা

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বৈতবেদান্ত সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ঠ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে মূল ও একমাত্র যথার্থ তত্ত্বরূপে স্বীকার করা এবং ছয়টি প্রমানের মধ্যে শব্দ প্রমান বা শ্রুতিকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ রূপে বিবেচনা করা এই দর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব বেদের উপনিষদ ভাগের উপজীব্য হওয়ার অদ্বৈতবেদান্তীদের "ঔপনিষদ" নামে ও ভূষিত করা হয়। ব্রহ্মসূত্র অবলম্বনে পরবর্তীকালে আচার্য শঙ্কর শারীরকভাষ্য রচনা করেন, যার ফলে অদ্বৈতবেদান্তদর্শন সবিশেষ বিস্তার লাভ করে। অদ্বৈতবেদান্তের এই পরম্পরা লক্ষ্য করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই দর্শন সম্প্রদায় —

১. শব্দ বা শ্রুতিকে প্রধান প্রমান রূপে স্বীকার করে;
২. শ্রৌত সমাজে প্রচলিত ধর্ম ও নীতির অবিরোধী;
৩. শ্রৌত সমাজে প্রচলিত ধর্ম ও নীতি অনুসরণকারী;
৪. কর্মকান্ডের সঙ্গে জ্ঞানকান্ডের বিশেষ সম্বন্ধ স্বীকার করে;
৫. শ্রুতি ও স্মৃতি অনুযায়ী জ্ঞানমার্গেও অবশ্য পালনীয় ধর্ম বা নীতির পরিপোষক।

বেদোক্ত ধর্ম দ্বিবিধ — প্রবৃত্তিলক্ষন ও নিবৃত্তিলক্ষন। তার মধ্যে একটি জগতের স্থিতির কারন, প্রানীগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের প্রতি হেতুভূত ধর্মস্বরূপ; সেই ধর্ম শ্রেয় অভিলাষী বর্ণাশ্রমসেবী ব্রাহ্মণাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত হত।

Scanned with OKEN Scanner

দীর্ঘকাল এরূপ অনুষ্ঠানের ফলে (কালপ্রভাবে) অনুষ্ঠাতৃগণের চিত্তে কামনার উদ্ভববশত বিবেক ও বিজ্ঞানের হানিকর অধর্মের দ্বারা ধর্ম অভিভূত হল এবং অধর্ম ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল; সেই সময়ে জগতে স্থিতি পরিপালন করার ইচ্ছায় সেই আদিকর্তা নারায়ন রূপী বিষ্ণু ভৌম ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে দেবকীর গর্ভে বসুদেবের অংশে কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহন করেছিলেন।১ ব্রাহ্মণত্বের রক্ষার দ্বারাই বৈদিক ধর্ম রক্ষিত হয় কারণ বর্নাশ্রম ভেদ সেই ব্রাহ্মণ রক্ষিত ধর্মের অধীন।

উপরিউক্ত বিবৃত্তি অনুযায়ী বেদে উক্ত ধর্ম দুই প্রকার — প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ। তার মধ্যে প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম জগতের স্থিতির প্রতি কারণ এবং প্রানীগণের অভ্যুদয়রূপ নিঃশ্রেয়সের সাক্ষাৎ হেতু। জগৎকে যা ধারণ করে থাকে তাই ধর্ম। সেই ধর্মের অন্যতম বিশিষ্ট রূপ হল প্রবৃত্তি লক্ষণতা। এই প্রবৃত্তিকার এবং কি বিষয়ে প্রবৃত্তি ? প্রবৃত্তি ভোক্তা জীবের এবং ভোগ্য বিষয়ে তথা ভোগে প্রবৃত্তি। এই ভোগ্য - ভোক্তৃ সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে যে কর্মপ্রবৃত্তি জীবে উৎপন্ন হয়, তারও দুটি প্রবিভাগ আছে, একটি জীবের স্বারস্য বা স্বভাববশত উৎপন্ন যাকে বলা হয় স্বারসিক বা "জীবধর্ম"। যথা - শরীররক্ষনার্থে ক্ষুধা পিপসার উদয় হলে ভোজনপানে প্রবৃত্তি, অথবা বংশরক্ষার্থে সন্তানোৎপাদনে প্রবৃত্তি ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হল — শ্রুতি বা বেদে নির্দিষ্ট ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় বিহিতকর্মে প্রবৃত্তি এবং নিষিদ্ধ কর্মে নিবৃত্তি — যাকে বলা বলা হয় শ্রৌতধর্ম। পাপ বা অনিষ্ট পরিহারের উদ্দেশ্য সাধারণত জীবধর্ম শ্রৌতধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যথা — মাংস ভক্ষনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা সীমিত হয়েছে অথবা জীবের স্বাবাভিক কামপ্রবৃত্তি বিবাহনুষ্ঠান দ্বারা নির্দিষ্ট জায়া ভিন্ন অন্যত্র পরিচরিত হলে অনিষ্ট আশঙ্কা করা হয়েছে ইত্যাদি। চর্তুবর্নভুক্ত পুরুষ বেদবাক্য অনুসরণ করে স্বীয় কর্তব্য পালন করবে, বিশেষত ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণিক, ব্রহ্মচর্য, গাহর্স্য — বাণপ্রস্থ — সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমে ধর্ম — অর্থ - কাম — মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ লাভের উদ্দেশ্য বেদ বিহিত কর্ম করবে।

এখন প্রশ্ন উঠতেপারে, যে অপর যে বৈদিক ধর্ম, যেটিকে বলা হয়েছে নিবৃত্তি লক্ষণ, সেটি কি প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্মের বিরোধী অথবা সমান্তরালভাবে পালনীয় ? যদি বলা হয় বিরোধী তাহলে (১) বেদ বাক্য স্ববিরোধীদোষে দুষ্ট হবে, এবং (২) এই দুই প্রকার ধর্ম পরস্পরের ব্যাঘাতক হবে, ফলতঃ বেদের প্রামান্য ক্ষুন্ন

Scanned with OKEN Scanner

হবে। অদ্বৈতবেদান্তে ধর্মনীতি চর্চার প্রসঙ্গে এই দুটি প্রশ্ন অত্যন্ত গুরত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে, কারণ তাদের মতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান মোক্ষ বা পরম নিরশ্রেয়স প্রাপ্তির কারণ বিহিত কর্ম কেবলমাত্র অভীষ্ট পশুসম্পদ — প্রজা — স্বগার্দি ফল এবং অভ্যুদয় পর্যন্ত ফল উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু বন্ধ নিবৃত্তিরূপ মোক্ষফল দান করতে পারে না। সুতরাং বন্ধ নিবৃত্তি বা আত্মজ্ঞান লাভ যাঁর উদ্দেশ্য তাঁর কাছে প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম নির্থক বা নিস্প্রয়োজনীয়।

ভারতীয় নৈতিকতার ঐতিহ্যঃ

ভারতীয় নৈতিকতার ঐতিহ্য বা পরিকাঠামাকে যদি এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয়, তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে চর্তুবর্গ পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম্য — এই তিনটি যেহেতু কর্ম জন্য এবং কর্মজন্য যাবতীয় ফল যেহেতু দুঃখরূপতাবশত প্রবর্তনযোগ্য নয়, সেহেতু জীবের যাবতীয় কর্মই নীতিগত দিক থেকে গ্রাহ্য হওয়ায় উচিত নয় অথবা এক্ষেত্রে নৈতিকতার দুটি স্তর স্বীকার করতে হয়। ফলত যা একের পক্ষে নৈতিক তা অপরের পক্ষে অনৈতিক অথবা নৈতিকতা প্রশ্ন — বিবর্জিতরূপে চিহ্নিত হবে এবং সেই নৈতিকতার বিধান সর্বজীবের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হবে কি না - এই প্রশ্ন সর্বাই থেকে যাবে। এই দ্বি-স্তর নৈতিকতার প্রশ্ন একইভাবে 'ব্যাক্তিগত নৈতিকতা' এবং 'সার্বজনীন নৈতিকতা' — র ক্ষেত্রেও উঠতে পারে। ব্যাক্তিগত নৈতিকতা নির্ধারনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাক্তির অভীষ্ট রূপে বর্ণিত বিষয়গুলিকে ধর্ম — অর্থ — কাম — মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ বা চর্তুবর্গে ভাগ করা যেতে পারে। তার মধ্যে ত্রিবর্গ বা ধর্ম — অর্থ — কাম প্রবৃত্তি মার্গে এবং চর্তুথ, মোক্ষ, নিবৃত্তি মার্গে সার্থকতা লাভ করে। অর্থ কামের পুরুষার্থত্ব ততক্ষণই প্রামানিক যতক্ষন সেগুলি ধর্মকে আশ্রয় করে আচরিত হয়ে থাকে। দেহ মনের প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ জীবের পক্ষে অর্থ — কামের আকাঙ্ক্ষা ও লাভ করার চেষ্টা অত্যন্ত স্বাভাবিক; এই সত্যটিকে অস্বীকার করলে অথবা জোর করে অস্বাভাবিক নিবৃত্তির চেষ্টা করলে তা জীবের অস্তিত্বের মূলে আঘাত করে। ফলে অস্বাভাবিক অর্থ — কাম প্রবৃত্তি অথবা মিথ্যাচার বা আত্ম প্রবঞ্চনার উৎপত্তি ঘটে, যা জীবের সুস্থ বিকাশের পরিপন্থী। সেই কারনে অর্থ — কামের পুরুষার্থত্বকে যেমন কখন ও হীন দৃষ্টিতে দেখা হয়নি, তেমনি ধর্মের হাত ধরে অর্থ — কাম

Scanned with OKEN Scanner

জীবের মঙ্গলের উদ্দেশ্য প্রবর্তিত হয়েছে এবং বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। ফলস্বরূপ বৈদিক ভোগবাদ, যা ভোগ্যভোক্তৃ সম্বন্ধ নিরুপনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা ব্যাক্তিকে অতিক্রম করে সার্বজনীনতার পথে অগ্রসর হতে পেরেছে এবং ধর্ম স্বয়ং একটি সার্বিক শ্রুতিযুক্তিসিদ্ধ নীতিরূপে অতবা নীতির প্রযোজকরূপে উপস্থাপিত হওয়ায় ধর্ম ও নীতির সুষম মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছে। ধর্ম নীতি নিরুপনের প্রশ্নে অদ্বৈতবেদান্ত ঐতিহ্যানুসারী মতকে অবলম্বন করে থাকে।

স্বেচ্ছাচ্চারিতারই অপর নাম অধর্ম বা ধর্মবিরোধীতা। যা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে, জীবের অস্তিত্বের পরিপন্থী হয়ে উঠে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় মোক্ষকামী ব্যাক্তি নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করে সন্ন্যাস গ্রহন করতে পারেন, সেই স্বাতন্ত্র্য তাঁর আছে কিন্তু যদি তিনি গৃহস্থ হন তাহলে তাঁর উপরে নির্ভরশীল পরিবারকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ সর্বথা অধর্ম, পুনরায় তিনি যদি গৃহস্থাশ্রমে থেকেই শম — দমাদি সম্পত্তির পরিচর্যা করতে পারেন এবং সংসারের যন্ত্রনাদায়কতা লক্ষ্য করে নিজেকে মানসিক দিক থেকে বিষয়ভোগ নিবৃত্ত করতে পারেন, তবে সেটাই হবে তাঁর পক্ষে পরমধর্ম। চতুবর্নাশ্রম ব্যাবস্থাধি গৃহীত মানুষ পরস্পরকে আশ্রয় করে একে অন্যের উপকারকরূপে সমগ্র ব্যবস্থার ধৃতির প্রতি কারণ হয়ে থাকে। -

"পরস্পরোপাশ্রয়েন হি জগদখিলম অপি ধ্রিয়তে"২

অদ্বৈতভাবনাকে যাঁরা আশ্রয় করেছেন, তাঁদের সাধারনভাবে চার ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে — (১) অদ্বৈতবেদান্তের চর্চা যিনি আরম্ভ করেছেন।

(২) যিনি শ্রবন — মনন — নিদিধ্যাসনে রত, কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকার হয়নি।

(৩) যাঁর সবিকল্প সমাধি বলে আত্মসাক্ষাৎকার হলেও অবিদ্যা সংস্কার দগ্ধপটবৎ থেকে যাওয়ার ব্রক্ষৈক্য লাভ হয়নি।

(৪) যিনি ব্রক্ষৈক্য লাভ করেছেন।

এই চারটি স্তরকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রথম তিনটি স্তরে কঠোর নীতি — নিয়ম পালনের নির্দেশ রয়েছে যা সমস্ত জগতের মঙ্গলের উদ্দেশ্যের অবশ্য পালনীয়। পতঞ্জল, যোগসূত্র — ভাষ্যের বিবরণ শঙ্করাচার্য্য বলেছেন — "যথাকামচারীর যোগে অধিকার নাই"।

Scanned with OKEN Scanner

স্থান — আসন — বিধানাদি যোগের বিধি সমূহ ব্যাক্ষেপজনক যোগের হেতু নয়। সর্বদোষ পরিত্যাগ এবং সমাধি — এই দুটি যোগের হেতু বা জনক।৩ যম ও নিয়ম এই দুটির যোগ অঙ্গের প্রাধান্য এই জন্যই কীর্তিত হয়েছে যে এই দুটিই সমাধি পর্যন্ত অন্য যোগ অঙ্গগুলির সোপান স্বরূপ। যম বহিরঙ্গ সাধন, নিয়ম অন্তরঙ্গ সাধন। যথাদৃষ্ট, যথানুমতি বাক্ যদি কখনও জীবের উপঘাতক হয়, তবে তা সত্যত্বগুণ সম্পন্ন হবে না এবং পাপরূপে পরিগনিত হবে। তাই বলা হয়েছে — "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"।৪

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য — এই ত্রিবর্ণ আশ্রমবিধি অনুসরণ করে কর্মমার্গ — উপসনামার্গ — জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে কিভাবে পরমপুরুষার্থ লাভ করা যায়, তা আলোচনা করা হল। কিন্তু বিপত্নীক হওয়ার ফলে যারা অনাশ্রমী এবং স্ত্রীলোক শূদ্রবর্ণ যাদের উপনয়নের দ্বারা সংস্কার হয় না এবং বিহিত বেদপাঠে যাদের অধিকার নেই, তাদের জন্য অদ্বৈতবেদান্তসম্প্রদায়ে কি ব্যবস্থা প্রকল্পিত হয়েছে ? বিপত্নীক ব্যাক্তির আশ্রম কর্মে অধিকার না থাকায় তাঁর কর্মজ্ঞানের সাধনরূপে ও সফল হবে না, উত্তরে বলা হয়েছে বিপত্নীক অর্থাৎ জার ব্রহ্মচর্যাশ্রম শেষ হলেও গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ হয় নি। সপত্নীক কিন্তু দরিদ্র, অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি অনধিকারী ব্যাক্তিদের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে।৫ এই বিষয়ে শঙ্করাচার্য শ্রুতি ও স্মৃতি বলে প্রমান সংগ্রহ করেছেন।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে - স্ত্রী — পুরুষ নির্বিশেষে যিনি বৈরাগ্যবান, শমদমাদি সম্পন্ন, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকবান, ইহ — অমূত্র — ফলভোগ — বিরক্ত এবং জিজ্ঞাসু তাঁরই সামান্যত ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার অদ্বৈতবেদান্ত সম্প্রদায় স্বীকার করেন, সেস্থলে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ বা লিঙ্গভেদ কখনও বাধা হতে পারে না। তবে অধিকার স্বীকৃত হলেও অধিকারীর যোগ্যতাভেদ তথা সংস্কার অনুযায়ী মনোবৃত্তির ভেদ তত্ত্বলাভের প্রক্রিয়া নির্বাচনের পক্ষে নিয়ামক। সেই কারনে শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যা তথা শাণ্ডিল্য — দহরাদি বিভিন্ন বিদ্যাসহকৃত বিহিত কর্মানুষ্ঠান জন্য সংস্কারযুক্ত চিত্তে আত্মজ্ঞানোদয় এবং স্বার্তব্রহ্মবিদ্যা তথা বিভিন্ন সূত্র ভাষ্য রামায়ন, মহাভারত বা ইতিহাস পুরান আগমের তত্ত্ব গ্রহন ও তন্নির্দিষ্ট উপায়ে সংস্কারযুক্ত চিত্তে আত্মজ্ঞানোদয়, উভয় পক্ষেই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা সম্ভব, অদ্বৈতবেদান্তের এটিই সার্বভৌম নীতি।

Scanned with OKEN Scanner

তথ্যপঞ্জী

১. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — শাঙ্কর ভাষ্য — উপোদঘাত

২. শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত পাতঞ্জল সূত্র — ব্যাস ভাষ্য বিবরণ।

৩. ঐ. সূত্র সংখ্যা — ২/২৯

৪. ঐ. সূত্র সংখ্যা — ২/৩৩

৫. ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্য, ৩/৪/৩৬ — ৩/৪/৩৯

গ্রন্থপঞ্জী

১. বেদান্তদর্শন — ব্রহ্মসূত্র — শাঙ্করভাষ্য; উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

২. বেদান্ততীর্থ ; প্রকাশক শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটির, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

৩. সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, পন্ডিত দূর্গাচরন, অনিলচন্দ্র দত্ত, লোটাস লাইব্রেরী, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ

৪. বৈদিক সংকলন, ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্যও তারকনাথ অধিকারী সম্পাঃ, কলকাতা —৭০০০০৬, ২০০৪ পুনর্মুদ্রণম্।

৫. বৈদিক সাহিত্যের রূপকথা, শান্তি বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ৩৮, কলকাতা — ৬, ২০০৩ আগষ্ট, পুনর্মুদ্রণম্।

৬. বেদ সংকলন, উদয়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা — ৭০০০০৬, ২০১৫ মে, পুনর্মুদ্রণম্।

Scanned with OKEN Scanner